সংবাদ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ ঃ গত ২৯ জানুয়ারি ২০০৮ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পালিত হয়। সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে হাজার হাজার ভক্ত অংশগ্রহণ করেন। বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। এদিন প্রায় ১৫,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির (সারদাপীঠ), বেলুড় ঃ গত ২০-২৩ ডিসেম্বর ২০০৭ মহাবিদ্যালয়ের দ্বিবার্ষিক শিক্ষামূলক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ২০ তারিখ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন 'সত্যেন বোস ন্যাশনাল সেন্টার ফর বেসিক সাইন্সেস'-এর ডিরেক্টর ডঃ অরূপকুমার রায়চৌধুরী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা সব্যসাচী রায় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ও রামকৃষ্ণ আন্দোলন, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি ১৫টি বিষয়ের প্রদর্শনী হয় এবং তার মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের 'বিকল্প রাজনীতির সন্ধানে' শীর্ষক উপস্থাপনা বিদ্বজ্জনদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা ঃ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের 'বিবেকানন্দ হল'-এ গত ১৮-২০ জানুয়ারি ২০০৮ একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র আয়োজিত হয়। বিগত কয়েক বছর ধরেই চেতনাকে উপজীব্য করে এই কেন্দ্রে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এবার ছিল চতুর্থ আলোচনাচক্র, যার শিরোনাম ছিল—'চৈতন্যের বৌদ্ধিক অবধারণ ঃ সাম্প্রতিক অগ্রগতি' (Understanding Consciousness : Recent Advances)। বিষয়বস্তু যে কৌতূহলোদ্দীপক, এবিষয়ে সংশয় নেই। অদ্বৈতবেদান্তে চৈতন্যকে 'স্বপ্রকাশ' বলা হয়েছে, অদ্বৈতাচার্য চিৎসুখ তাঁর 'প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা' গ্রন্থে স্বপ্রকাশের লক্ষণ হিসাবে বলেছেন যে, যা স্বয়ং জ্ঞানের বিষয় না হলেও অপরোক্ষ ব্যবহারের যোগ্য, তা-ই স্বপ্রকাশ এবং শুধুমাত্র চৈতন্যই স্বপ্রকাশ। চৈতন্য বিষয়ে যুগ যুগ ধরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দার্শনিকগণ কতই না চিন্তা করে আসছেন! এঁদের মধ্যে কেউ বলছেন, চৈতন্যই আত্মা; আবার কারো মতে, চৈতন্য আত্মার গুণবিশেষ। আবার কেউ বলছেন, দেহই আত্মা এবং চৈতন্য দেহেরই গুণ।

বৈজ্ঞানিকেরাও পিছিয়ে নেই। তাঁরাও চৈতন্য নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। মনোবিজ্ঞান বা Phychology-তে চেতনার ক্ষেত্র (field of Consciousness) নিয়ে সাড়াজাগানো আলোচনা করেছেন অনেকেই, যেমন ফ্রয়েড (Freud)। চৈতন্য কি মস্তিকেই অধিষ্ঠিত, নাকি চৈতন্যের আশ্রয় অন্য কিছুতে? এ-প্রশ্ন আজও বৈজ্ঞানিকদের ভাবিত করে। কিন্তু দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার মেলবন্ধন ঘটবে কীভাবে? কীভাবে সম্ভব হবে তাঁদের চিন্তা ও গবেষণালব্ধ তথ্যের আদানপ্রদান? এই মহান উদ্দেশ্য নিয়েই ইনস্টিটিউট দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের মিলিত করছেন চৈতন্যবিষয়ক আলোচনাচক্রে। ইনস্টিটিউটের এ হেন প্রচেষ্টার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বোঝা যাবে পূর্ব পূর্ব বছরে আয়োজিত আলোচনাচক্রগুলিতে আলোচিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করলে। বিষয়গুলি হল—'Philosophy and Science : An Exploratory Approach to Conciousness' (২০০২); 'Life Mind and Consciousness' (২০০৪) এবং 'Consciousness A Deeper Scientific Search' (২০০৬)।

'বিবেকানন্দ হল'-এ আয়োজিত আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্মারকগ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করছেন স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ। মঞ্চে উপস্থিত (বাঁদিক থেকে) স্বামী সর্বভূতানন্দ, অধ্যাপক এন. মুকুন্দ, অধ্যাপক পি. এন. ট্যান্ডন।

গত ১৮ জানুয়ারি ২০০৮, বিকাল সাড়ে ৫টায় আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক, প্রবীণ ও বিদগ্ধ পণ্ডিত স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ। কেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী সর্বভূতানন্দ স্বাগত-ভাষণ দেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আরেকটি আকর্ষণ ছিল ধর্মসমন্বয় সম্পর্কে (Exploring Harmony among Religious Traditions in India) একটি গ্রন্থের প্রকাশ। আলোচনাচক্রে উপস্থিত বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণের মধ্যে ছিলেন স্বামী ভজনানন্দজী মহারাজ, ডঃ এ. কে. শর্মা, অধ্যাপিকা অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা অমিতা চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা কৃষ্ণা রায়, অধ্যাপক প্রদ্যোতকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক জোনাথন শিয়ার, অধ্যাপক এম. এ. লক্ষ্মীথাথাচার, অধ্যাপক সমীর ভট্টাচার্য, অধ্যাপক দেবব্রত সেনশর্মা, অধ্যাপক অড্রিয়াস বেনোরিয়াস, ডঃ বি. পি. চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডেভিড বেট্স, লামা দোবুম তুলকু রিনপোচে, অধ্যাপক লিওনার্দো ক্লার্ক জনসন, অধ্যাপক এন. মুকুন্দ, ডঃ নারায়ণ শ্রীনিবাসন, অধ্যাপক পি. এন. ট্যান্ডন, অধ্যাপিকা নীলাঞ্জনা সান্যাল, অধ্যাপক রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক এস. পি. মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সরোজ ঘোষ, অধ্যাপক শিশির রায়, ডঃ সঙ্গীতা মেনন, অধ্যাপক স্টিফেন এইচ. ফিলিপস, অধ্যাপক উলরিখ মোহরফ। এঁরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক ডঃ জিতেন্দ্রনাথ মোহান্তী। সমগ্র আলোচনাচক্র ৮টি পর্বে বিভক্ত ছিল এবং তার মধ্যে ৭টি পর্বে দুজন করে নিজ নিজ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরপর্ব ছিল প্রাসঙ্গিক ও মনোজ্ঞ।

আলোচনাচক্রের সমাপ্তি হয় ২০ জানুয়ারি বিকালে। সমাপ্তি ভাষণ দেন ইনস্টিটিউটের সম্পাদক স্বামী সর্বভূতানন্দ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডঃ এ. কে. শর্মা।

রামকৃষ্ণ মিশন হসপিটাল, ইটানগর ঃ গত ৩১ জানুয়ারি ২০০৮ আশ্রমের হাসপাতাল পরিদর্শন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় ডঃ মনমোহন সিং, তাঁর সঙ্গে ছিলেন যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারপার্সন মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া, উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মণিশঙ্কর আয়ার, অরুণাচল প্রদেশের রাজ্যপাল অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল জে. জে. সিং, অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী দোরজি মান্দু, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ চৌহান ও অন্যান্য মাননীয় ব্যক্তিগণ।

রামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার (বলরাম মন্দির), কলকাতা-৭০০ ০০৩ ঃ শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য আবির্ভাব স্মরণে প্রতিবছরের মতো এবছরও গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতি-সহ ট্যাবলো, ব্যান্ড, বাণী-সম্বলিত প্ল্যাকার্ড ও সঙ্গীত সহযোগে এক বিশাল শোভাযাত্রা সকাল ৮টায় বলরাম মন্দির থেকে যাত্রা শুরু করে। তারপর কুমারটুলি, শ্যামপুকুর, শ্যামবাজার, বাগবাজার, উদ্বোধন লেন প্রভৃতি বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ১০টা নাগাদ বলরাম মন্দিরে ফিরে আসে। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে সিস্টার নিবেদিতা স্কুল, বেলগাছিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংঘ, বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন, সারদাচরণ আর্ট ইনস্টিটিউশন, বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও যুবকর্মিবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সন্ন্যাসিগণ, নিবেদিতা স্কুলের সন্ন্যাসিনীবৃন্দ, পশ্চিমবঙ্গের মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান শ্যামলকুমার সেন, বিধায়ক তারক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৌরমাতা করুণা সেনগুপ্ত, অধ্যাপিকা ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য এবং বহু ভক্ত। শোভাযাত্রার শেষে ২০০০ অংশগ্রহণকারীকে প্রসাদ দেওয়া হয়। বলরাম মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী পূতানন্দজী শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন এবং সকলকে স্বাগত জানান।

রামকৃষ্ণ মঠ, শিকড়াকুলীনগ্রাম ঃ গত ৭-৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ সানাইবাদন, পাঠ ও আলোচনা, ভজন, ভক্তিগীতি, নৃত্যনাট্য, গীতি-আলেখ্য, যাদুপ্রদর্শনী, বিশেষ পূজা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, রামনামসঙ্কীর্তন, যাত্রাপালা প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব ও শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালিত হয়। ৭ তারিখ সঙ্গীত, গীতি-আলেখ্য, বক্তৃতা, ক্যুইজ, অঙ্কন প্রতিযোগিতা প্রভৃতির মাধ্যমে যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৪,০০০ ছাত্রছাত্রী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। ৮ তারিখ অনুষ্ঠিত নরনারায়ণসেবায় ১৫২ জনকে বসিয়ে প্রসাদ এবং একটি করে শাড়ি ও লুঙ্গি প্রদান করা হয়। বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন স্বামী শিবময়ানন্দজী মহারাজ, স্বামী গিরিশানন্দজী মহারাজ, স্বামী সর্বলোকানন্দ, স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ, স্বামী সর্বভূতানন্দ, স্বামী শান্তিদানন্দ, স্বামী সত্যস্থানন্দ, স্বামী প্রসন্নাত্মানন্দ প্রমুখ। স্বাগত-ভাষণ প্রদান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যক্ষ স্বামী বীতরাগানন্দ। ৯ তারিখ প্রায় ১৮,০০০ ভক্ত ও গ্রামবাসী বসে প্রসাদ পান।

'সিডি রম'-এ 'উদ্বোধন' ১০৯ ঃ এক অভিনব প্রয়াস

শ্রীরামকৃষ্ণের ১৭৩তম পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে গত ২ মার্চ ২০০৮ বিকাল ৪টায় বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ

মিশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ১০৯তম বর্ষের 'উদ্বোধন' পত্রিকাকে অবলম্বন করে প্রস্তুত এক বিশেষ 'সিডি'র (CD ROM) আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষে তিনি বলেন ঃ "বাংলা ভাষায় 'উদ্বোধন' একটি বিখ্যাত পত্রিকা। আমরা জানি যে, স্বামী বিবেকানন্দ এটি আরম্ভ করে দিয়েছিলেন এবং প্রথম সম্পাদকের কাজ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাই স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। প্রথমে পত্রিকাটি ছিল পাক্ষিক। কয়েক বছরের মধ্যেই সেটি মাসিক পত্রিকায় পরিণত হয়। এখন প্রতি মাসে ৭০,০০০-এর বেশি পত্রিকা ছাপানো হচ্ছে। গত বছর ছিল পত্রিকার ১০৯তম বর্ষ। সেইসময়ে একটি নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা হয়েছে। অধ্যাপক মনোজ মৈত্র এবং তাঁর সহযোগীরা কম্পিউটারের সাহায্যে একটি CD-ROM তৈরি করেছেন। এর ফলে কম্পিউটারে পাঠযোগ্য হয়েছে এই পত্রিকা। তাছাড়া এই 'সিডি'র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে রচনাভিত্তিক, শব্দভিত্তিক, লেখকের নামভিত্তিক অনুসন্ধান করার সুযোগ রয়েছে। পত্রিকার সম্পাদক স্বামী শিবপ্রদানন্দ এবং ব্যবস্থাপক সম্পাদক স্বামী মুমুক্ষানন্দ। বাংলা ভাষায় একটি মাসিক পত্রিকা ১০৯ বছর পূর্ণ করেছে—এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আমরা সবাই এজন্য গর্বিত। এই 'সিডি' তৈরিতে যে নতুন প্রচেষ্টা করা হয়েছে, তার দ্বারা একটি নতুন পথ খুঁজে পাওয়া গেল। আশা করা যায়, এর সাহায্যে দেশে-বিদেশে এই পত্রিকা আরো বেশি প্রচারিত হবে। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর কৃপায় এই পত্রিকা আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক এবং সব শ্রেণির মানুষের কাছে কল্যাণপ্রদ হোক—এই প্রার্থনা।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উক্ত 'সিডি'টি নির্মাণ করেছেন অধ্যাপক মনোজ মৈত্র এবং তাঁর সহযোগিবৃন্দ।

প্রকাশিত 'সিডি'টির দুটি অংশ। প্রথম অংশে আছে ১২ মাসের 'উদ্বোধন' (বিজ্ঞাপন বাদে), কম্পিউটারে পড়ার ও যেকোন পাতা প্রিন্ট করার সুবিধা-সহ। অন্য অংশে আছে শব্দভিত্তিক ও রচনাভিত্তিক সন্ধানের বিস্তৃত সুবিধা (Search facility)। এটিই এই কাজের প্রধান বিশেষত্ব, যেখানে বাংলা ভাষায় একটি উচ্চাঙ্গের Language processing সংক্রান্ত প্রয়োগের নিদর্শন প্রদর্শিত হয়েছে। এর সাহায্যে যেকোন শব্দ বা প্রারম্ভিক শব্দাংশ উক্ত বর্ষের বারোটি সংখ্যায় কতবার ব্যবহৃত হয়েছে এবং কোন্ কোন্ পাতায়, তা খুব তাড়াতাড়ি নির্ণয় করা সম্ভব। তাছাড়া শিরোনাম, লেখক, বিষয়, শব্দ-সঙ্কেত ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে যাবতীয় তথ্য এই সিডি থেকে পাওয়া যাবে। রচনাভিত্তিক সন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যকে শিরোনাম অথবা লেখক-ভিত্তিতে বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করাও সম্ভব হবে।

'সিডি'র (CD ROM) আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করছেন স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত (বাঁদিক থেকে) 'সিডি'র রূপকার অধ্যাপক মনোজ মৈত্র, অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য এবং স্বামী বিশ্বাধিপানন্দ।

প্রসঙ্গত, 'সিডি'টি ব্যবহারের আরেকটি বিশেষ সুবিধার দিক হল—লেখক, শিরোনাম ইত্যাদি সন্ধানের জন্য এতে বিস্তৃত তালিকা বা drop-down menu আছে, যার ফলে ব্যবহারকারীকে আর আলাদা করে টাইপ করতে হবে না; তালিকা থেকে সন্ধান-সূত্র সরাসরি গ্রহণ করা যাবে। রচনাভিত্তিক সন্ধানের ক্ষেত্রে শিরোনাম, লেখক ইত্যাদি সংক্রান্ত সন্ধান-সূত্র ইংরেজিতেও লেখা যাবে ও তথ্য সন্ধান করা যাবে।

Word searching ও Sorting—এই দুটি কাজ ইংরেজিতে অতি সহজলভ্য। কিন্তু বাংলা ভাষায় গ্রন্থাদি প্রকাশনা তথা সম্পাদনার ক্ষেত্রে এতাবৎকাল এইরকম কাজের নিদর্শন খুব একটা লক্ষ্য করা যায়নি। বাংলা ভাষায় মূল শব্দগুলি এবং তৎসহ বিভক্তি, প্রত্যয়, সন্ধি ও সমাস-এর সহযোগে তৈরি শব্দসংখ্যার বিপুলতা কম্পিউটারে যেকোন Language

processing সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা। এই বিপুল শব্দসংখ্যা সংশ্লিষ্ট database-কে অতিকায় করে তোলে। এর সঙ্গে আছে বাংলা font-এর ও ভাষার চরিত্রগত জটিলতা। এইসব কারণে Language processing সংক্রান্ত কাজ কষ্টসাধ্য। তবে এটি অসাধ্য নয়, যদিও অনেকে এই বাধাগুলিকে অনতিক্রম্য বলে মনে করেন। সেইদিক দিয়ে চিন্তা করলে আলোচ্য 'সিডি'টি যে মূল সফ্‌টওয়্যারটির (Basic Development Tool) সাহায্যে নির্মিত হয়েছে, সেই সফ্‌টওয়্যারটি বাংলা ভাষায় কম্পিউটারের প্রয়োগের ক্ষেত্রে দিগ্‌দর্শকের কাজ করতে পারে। আলোচ্য সফ্‌টওয়্যারটিতে ব্যবহারকারী সেই নিদর্শন প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।

কীরকম উপাদানগত চরিত্রের ফন্ট কম্পিউটারে বাংলা ভাষার প্রয়োগের ক্ষেত্রে উপযোগী হবে, সেটিও আলোচ্য সফ্‌টওয়্যারটি থেকে বুঝতে পারা যাবে। সাধারণ পাঠক এবং বিশেষভাবে গবেষকদের কাজে এটি বিশেষ সহায়ক হবে।

উপযোগী ফন্টের ব্যবহার হলে—যে মূল সফ্‌টওয়্যারের উল্লেখ আগে করা হয়েছে—সেটির সাহায্যে যেকোন বাংলা বইয়ের নির্দেশিকা (Index) অত্যন্ত সহজে ও অবিশ্বাস্য কম সময়ে তৈরি করা সম্ভব হবে। বাংলা বই সম্পাদনা তথা প্রকাশনার ক্ষেত্রে এই সুবিধা একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে দেবে, সন্দেহ নেই।

সকলের সুবিধার্থে 'সিডি'টি অত্যন্ত সুলভ মূল্যে প্রকাশ করা হয়েছে।

সেবাব্রত

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, কাটিহার ঃ গত কয়েক মাসে দরিদ্র গ্রামবাসীদের জন্য নিম্নলিখিত সেবাকার্য করা হয় ঃ ৩০টি নলকূপ খনন, ১৫টি রিকশা বিতরণ, মহিলাদের ৪টি সেলাই মেশিন প্রদান, স্কুল-কলেজের ছাত্রদের ৩০টি সাইকেল প্রদান, ৪০০ কম্বল বিতরণ, ৩৪০টি পরিবারের মধ্যে খাবারের প্যাকেট বিতরণ এবং ৪০০ ছাত্রছাত্রীকে পাঠ্যপুস্তক, খাতা, পেন্সিল প্রভৃতি পাঠ্যসামগ্রী প্রদান।

ছাত্রকৃতিত্ব

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর ঃ গত ডিসেম্বর ২০০৭ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্কে আয়োজিত স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ক সর্বভারতীয় বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় মহাবিদ্যালয়ের তিনজন ছাত্র—সৌম্যশুভ্র ভাদুড়ি, সন্দীপন চক্রবর্তী ও উপমন্যু সেনগুপ্ত যথাক্রমে ১ম, ৪র্থ ও ৫ম স্থান লাভ করে।

জাতীয় যুবদিবস পালন

গত ১২ জানুয়ারি ২০০৮ শোভাযাত্রা, বক্তৃতা, আবৃত্তি, যন্ত্রসঙ্গীত, শ্রুতিনাটক, যোগাসন প্রদর্শনী, প্রশ্নোত্তরপর্ব, রচনা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, নাটক, যুবসম্মেলন, রক্তদান শিবির, সঙ্গীত, সেমিনার, সিম্পোসিয়াম, ভিডিও শো, আলোচনাসভা, জাতীয় সংহতি শিবির, গীতি-আলেখ্য, প্রধানশিক্ষক সম্মেলন, স্বামীজীর মূর্তিতে মাল্যদান প্রভৃতির মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রগুলিতে জাতীয় যুবদিবস পালিত হয়—আলং, অদ্বৈত আশ্রম (কলকাতা), আগরতলা, ঔরঙ্গাবাদ, বেঙ্গালুরু, ভুবনেশ্বর, চণ্ডীগড়, কোয়েম্বাটুর মঠ, ঘাটশিলা, জলপাইগুড়ি, জামসেদপুর, কাডাপা, কানপুর, লিমডি, মাদুরাই, মালদা, মনসাদ্বীপ, ম্যাঙ্গালোর, মুম্বাই, নাগপুর, নরেন্দ্রপুর, পোর্ট ব্লেয়ার, পুরী মিশন, রায়পুর, রাজকোট, শিলং, তিরুবনন্তপুরম, ত্রিচুর, আলসুর, ভদোদরা এবং বিশাখাপত্তনম।

পরলোকে

স্বামী তদাত্মানন্দ (জন মহারাজ) গত ১১ জানুয়ারি ২০০৮ স্থানীয় সময় ভোর ৫টা ৭ মিনিটে (ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৩৭ মিনিটে) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ট্রাবুকো আশ্রম (বেদান্ত সোসাইটি অফ সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া, হলিউড-এর একটি উপকেন্দ্র)-এ দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

পূজ্যপাদ মহারাজজী ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী প্রভবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে হলিউড কেন্দ্রে তিনি যোগদান করেন এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস লাভ করেন। সাধুজীবনের প্রাথমিক কয়েক বছর তিনি হলিউড আশ্রমে থাকেন এবং বাকি ৪৯ বছর ট্রাবুকো আশ্রমে অতিবাহিত করেন। তিনি একজন দক্ষ শিল্পী ছিলেন এবং তাঁর আঁকা ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর তৈলচিত্র কয়েকটি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষত সন্ন্যাসী শিষ্যগণের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের দাঁড়ানো বৃহৎ অঙ্কিত চিত্রের জন্য তিনি সুপরিচিত হন। ভদ্র ও অমায়িক স্বভাবের জন্য তিনি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা লাভ করেন।

স্বামী বিদ্যানন্দ (বিজয় মহারাজ) গত ২০ জানুয়ারি ২০০৮ সকাল ৯টায় কিডনি বিকল হয়ে বারাণসী হোম অফ সার্ভিস-এ দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৯ বছর। গত তিন বছর তিনি প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলেন।

পূজ্যপাদ মহারাজজী ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে চণ্ডীপুর কেন্দ্রে তিনি যোগদান করেন এবং ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস লাভ করেন। যোগদান কেন্দ্র ভিন্ন তিনি বেলুড় মঠ, গদাধর আশ্রম, বারাণসী হোম অফ সার্ভিস, কানপুর, বৃন্দাবন, কনখল, বাঁকুড়া, আসানসোল, চেন্নাই মঠ, ভুবনেশ্বর, মুম্বাই, বাগবাজার এবং জয়রামবাটী কেন্দ্রের সঙ্গে সাধুকর্মী হিসাবে যুক্ত ছিলেন। গত ১৪ বছর যাবৎ তিনি বারাণসী হোম অফ সার্ভিস-এ অবসর জীবন যাপন করছিলেন। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, সহৃদয় ও স্নেহশীল স্বভাবের। বিশেষ সাধুগুণের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা লাভ করেন।

স্বামী সুদামানন্দ (ধীরেন মহারাজ) গত ২৩ জানুয়ারি ২০০৮ বিকাল ৫টা ৪৫ মিনিটে বারাণসী হোম অফ সার্ভিস-এ দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। গত কয়েক বছর যাবৎ তিনি বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যায় ভুগছিলেন।

পূজ্যপাদ মহারাজজী ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস লাভ করেন। বেলুড় মঠ ভিন্ন তিনি অদ্বৈত আশ্রম (কলকাতা), সারদাপীঠ (বেলুড়), রাঁচি (মোরাবাদি), নাগপুর, বলরাম মন্দির, কনখল, বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম এবং বাঁকুড়া কেন্দ্রের সঙ্গে সাধুকর্মী হিসাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন সরল, তপস্বী ও প্রেমিক স্বভাবের। কৌতুকপ্রিয় বলে তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ গত ৯, ১০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে তাঁদের জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যক্ষ স্বামী মুমুক্ষানন্দজী মহারাজ, স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দ ও স্বামী অমলাত্মানন্দ।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা ঃ গত ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম ও তৃতীয় শুক্রবার ‘উপনিষদ্’ এবং চতুর্থ শুক্রবার ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ’, প্রথম বৃহস্পতিবার ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’, দ্বিতীয় ও চতুর্থ বৃহস্পতিবার ‘নারদীয় ভক্তিসূত্র’ এবং প্রথম রবিবার ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন যথাক্রমে স্বামী মুমুক্ষানন্দজী মহারাজ, স্বামী অমলাত্মানন্দ, স্বামী বিশ্বাধিপানন্দ ও স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দ।

বিশেষ আলোচনা ঃ গত ১৬-১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ ‘রামচরিতমানস’ অবলম্বনে ‘মহাত্মা তুলসীদাসের শ্রীহনুমানজী চরিত্র এবং স্বামী বিবেকানন্দ’ বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী নিখিলাত্মানন্দ।

সেবাব্রত ঃ দুঃস্থ শিশু ও মায়েদের দুগ্ধপ্রদান কার্য এবং দুঃস্থ রোগীদের মধ্যে হোমিওপ্যাথি ও অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা-পরিষেবা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বোলপুর (বীরভূম) ঃ গত ১৮ নভেম্বর ২০০৭ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের চতুর্দশ অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে বিশেষ পূজা, পাঠ, প্রসাদ বিতরণ, স্মৃতিচারণ, ভক্তিগীতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন ২৬২ জন দুঃস্থ-নারায়ণের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বিশালগড় (ত্রিপুরা) ঃ গত ১৯ নভেম্বর ২০০৭ নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। এই উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। প্রায় ৪,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান এবং ২৫ জন দুঃস্থ মানুষকে কম্বল ও ৩ জন দুঃস্থ মহিলাকে শাড়ি প্রদান করা হয়।

পুতুণ্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বর্ধমান ঃ গত ১৯ নভেম্বর ২০০৭ প্রসাদ বিতরণ, দরিদ্রনারায়ণদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, মণ্ডলগ্রাম, কলাদীঘির পাড় (বর্ধমান) ঃ গত ১৯ নভেম্বর ২০০৭ ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী গোপীশানন্দ, ভাষণ দেন স্বামী অচ্যুতানন্দ। স্বাগত-ভাষণ প্রদান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে কালাচাঁদ মুখার্জি ও ধনঞ্জয় গুপ্ত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল ভক্তকে প্রসাদ ও শ্রীশ্রীমায়ের বই প্রদান করা হয়।

হাবড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম (উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ গত ২৪ নভেম্বর ২০০৭ ‘দন্তচিকিৎসা

কেন্দ্র'-এর দ্বারোদ্ঘাটন, আলোচনাসভা, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে সাধারণ উৎসব পালিত হয়। স্বাগত-ভাষণ দেন সম্পাদক দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। ভাষণ দেন সত্যসেবী কর ও পুলকরঞ্জন বসু। এদিন দুঃস্থ নারায়ণদের মধ্যে ১৫০টি কম্বল ও ২৫টি শাড়ি বিতরণ করা হয়।

সেবাব্রত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, ইড়পালা (পশ্চিম মেদিনীপুর) ঃ গত ২৩ জুলাই ২০০৭ ১৫টি গ্রামের ১৩০০ পরিবারকে ২টি করে প্লাস্টিক বালতি (ঢাকনা-সহ), ১টি করে মগ, ৩টি করে সাবান, ৫০০টি করে হ্যালোজেন ট্যাবলেট, ফটকিরি, কাপড় প্রদান করা হয় এবং ঐ পরিবার-গুলির মধ্যে ৮ বস্তা ব্লিচিং পাউডার বিতরণ করা হয়।

রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, রাঙ্গাপাড়া (অসম) ঃ গত ৩০ জুলাই ২০০৭ নিকটবর্তী অঞ্চলের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫০০ মানুষের মধ্যে চিড়া, মোমবাতি, দেশলাই, সাবান, বস্ত্র প্রভৃতি বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার (পশ্চিম মেদিনীপুর) ঃ গত ১৪ অক্টোবর ২০০৭ 'শারদীয়া উৎসব' উপলক্ষে ১১৯ জন দুঃস্থ-নারায়ণের মধ্যে বস্ত্র ও বসিয়ে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন স্বামী কালাতীতানন্দ। গত ২৮ অক্টোবর ২০০৭ চৈতন্যপুর নেত্র নিরাময় নিকেতনের পরিচালনায় বিনাব্যয়ে চক্ষুপরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৪০৩ জনের ছানি পরীক্ষা করা হয়।

দুয়াদণ্ড রামকৃষ্ণ সারদা সংঘ (হুগলি) ঃ গত ১৮-২০ অক্টোবর ২০০৭ নিকটবর্তী বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় শিশু ও মায়েদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন স্বামী কপিলেশ্বরানন্দ, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রতিমা মুখার্জি প্রমুখ।

বিবেকানন্দ পল্লি বিকাশ কেন্দ্র, নৈপুর (পূর্ব মেদিনীপুর) ঃ গত ১ নভেম্বর ২০০৭ কাঁথি মহকুমা হাসপাতালের কেন্দ্রীয় ব্লাড ব্যাঙ্কের সহায়তায় শুকাখোলা গ্রামে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মধ্যেও শিবিরে ৩০ জন রক্তদান করেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, আসামপাড়া (ত্রিপুরা) ঃ গত ১২ নভেম্বর ২০০৭ স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৩৬ জন রক্তদান করেন।

দেউলপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাব্রত সংঘ (হাওড়া) ঃ গত ১৮ নভেম্বর ২০০৭ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, কলকাতার নেতাজী সুভাষচন্দ্র ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর সহযোগিতায় বিনাব্যয়ে থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক ও ব্লাড গ্রুপ নির্ণয়, ক্যান্সার ও টিউমার জাতীয় পরীক্ষা এবং হাওড়ার অ্যাপলো ক্লিনিক-এর সহযোগিতায় সুলভে সুগার পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরগুলিতে ৫৩ জন রক্তদান করেন এবং ১৮০ জনের থ্যালাসেমিয়া ও ব্লাড গ্রুপ, ২২ জনের সুগার ও ৩২ জনের ক্যান্সার, টিউমার প্রভৃতি পরীক্ষা করা হয়।

নাম পরিবর্তন

গত ১ সেপ্টেম্বর ২০০৭ থেকে 'গুড়াপ শ্রীরামকৃষ্ণ বিশুদ্ধানন্দ আশ্রম ও সেবাকেন্দ্র'-এর নাম পরিবর্তিত হয়ে 'গুড়াপ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম' হয়েছে।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, উত্তর ২৪ পরগনার আগরপাড়া-নিবাসী **সুকুমার দে** গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৭ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, বর্ধমানের নতুনগঞ্জ-নিবাসিনী **মৃণালিনী পাঁজা** গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৭ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, গুয়াহাটীর শিলপুখুরী-নিবাসিনী **সিন্ধুবালা দাস** গত ১ অক্টোবর ২০০৭ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, হাওড়ার কদমতলা-নিবাসিনী **আশালতা নিয়োগী** গত ২ অক্টোবর ২০০৭ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতার সল্ট লেক-নিবাসী **সত্যরঞ্জন ভাদুড়ী** গত ৪ অক্টোবর ২০০৭ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, উত্তর ২৪ পরগনার ইছাপুর-নবাবগঞ্জ-নিবাসী **জগন্নাথ ভৌমিক** গত ৮ অক্টোবর ২০০৭ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, বর্ধমানের নাসিগ্রাম-নিবাসিনী **অংশুমতী রায়** গত ৯ অক্টোবর ২০০৭ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বালীগঞ্জ গোলপার্ক-নিবাসী **শঙ্কর বসু** গত ১৪ অক্টোবর ২০০৭ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। ❑